Greek Historian

:: Xenophon and his History::

রোমান ও বাইজানটাইন যুগে গ্রিকদের কাছে হেরোডোটাস , থুকিডাইডিস এবং জেনোফন এই তিনজন ইতিহাসবিদ প্রাচীন ইতিহাস রচনা প্রণালী বিদ্যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে পরিচিত ছিলেন । এই তিনজন ঐতিহাসিকদের মধ্যে জেনোফন সম্ভবত কম প্রতিভাবান । সাম্প্রতিককালে মনে করা হয় তিনি প্রাচীনকালে জনপ্রিয় ছিলেন তাঁর কোমল , গ্রাম্য , সহজ ও সরল গ্রিক ভাষার জন্য । সাম্প্রতিককালে বুদ্ধিমত্তার এবং অন্তর্দৃষ্টি দিক থেকে তাকে তার পূর্বসূরীদের তুলনায় কম যোগ্যতাসম্পন্ন বলে মনে করা হয় ।

পেলোপনিসীয় যুদ্ধ শুরুর গোড়ার দিকে জেনোফোন সম্ভবত 430 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন । 404 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পেলোপনিসীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর এথেন্সে পতনের সময় স্পার্টার সমর্থনে এফএনসি পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় । এর ঠিক পূর্বে এথেন্সে 30 জনের শাসক মন্ডলী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন । জেনোফন সম্ভবত এই 30 জন শাসক দলের সমর্থনের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন । 30 জনের শাসক মন্ডলীর পতনের পর তরুণ জেনোফোন কণিষ্ঠ সাইরাসের অভিযানে অংশগ্রহণ করেন ।

পরবর্তীকালে জেনোফোন ইজিয়ান অঞ্চলে কতগুলি সামরিক অভিযানে অংশ নেন । এরমধ্যে স্পাটার সেনাপতি দের দ্বারা বিশেষত রাজা এজেসিলাসের দ্বারা পরিচালিত অভিযানগুলো ছিল উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত সাইরাসের অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য এই সময়ে এথেন্স থেকে তাকে নির্বাসিত করা হয় । জেনোফোন পেলোপনেসাসে নির্বাসনে যান এবং স্পার্টার অধিবাসীদের কাছ থেকে অলিম্পিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে ভূ-সম্পত্তি লাভ করেন । সম্ভবত 350 এর দশকের শেষের দিকে কোরিন্থে তিনি শেষ জীবন কাটান ।

রচনা সমূহ :-

জেনোফার কতৃক লিখিত রচনা গুলির মধ্যে অন্যতম হলো -

* 'Memorabilia'(সক্রেটিসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ স্মৃতিচারণা মূলক একটি আত্মজীবনী গ্রন্থ) .
* 'Life of Agesilaus' (গ্রীক ভাষায় রচিত স্পার্টান সেনাপতি এজেসিলাস এর জীবনের আদলে একটি ঐতিহাসিক জীবনচরিত).
* 'Ways and Means' (গ্রিসের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলির গুরুত্ব তিনি আলোচনা করেছেন).
* 'Sairopidiya' (এটি একটি রোমান্টিকতা পূর্ণ বৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস , পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সাইরাসকে এই গ্রন্থে একজন আদর্শ শাসক রুপে তিনি তুলে ধরেছেন).
* 'Hellenica' (হেলেনিকা ছিল প্রাচীন গ্রিসের উপর রচিত একটি ইতিহাস গ্রন্থ , যেটা মূলত পেলোপনেসীয় যুদ্ধের শেষ বছর গুলির উপর আলোকপাত করে).
* 'Anabasis' (10,000 গ্রিক বাহিনীর পারসিক ভূখণ্ডে সামরিক অভিযানে ব্যর্থতার পর অসহায় গ্রিক সেনাদের গ্রিক ভূখণ্ডে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে তিনি লিপিবদ্ধ করেন) .

জেনোফোন সহজ-সরল চলিত গ্রীক ভাষায় স্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমকালীন ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেন । তাঁর রচনাশৈলী এতটাই সহজ সরল এবং রচনাবলী এত বিচিত্র ধরনের ছিল যে সমকালীন সময়ে তা অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। জেনোফোনের বর্ণনা ছিল সাংবাদিকের মতো ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণের উপর আধারিত । তার দার্শনিক রচনা গুলি সমকালে জনপ্রিয় হলেও হেলেনিকা এবং অ্যানাবাসিস গ্রন্থ দুটির জন্যই জেনোফোন বিখ্যাত হয়ে আছেন ।

জেনোফোন হেরোডোটাস এর মত ঘটনাবলীর স্মৃতি সংরক্ষণ করা তার রচনার অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে করতেন । এই কারণে তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল নগর রাষ্ট্রের উল্লেখ করেছেন ।উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ফ্লিউস এর মতন একটি ক্ষুদ্র পেলোপনেসীয় শহর স্পার্টার শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার উল্লেখ

করেন । তবে জেনোফোন কখনোই ঘটনার উপরের স্তর ভেদ করে গভীরে প্রবেশ করেননি । তার বর্ণনা ছিল অনেকটা ভাসা-ভাসা ধরনের।

জেনোফোন সাংবাদিক সুলভ সংযম প্রদর্শন করে গ্রন্থের শুরুর প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করে উভয় গ্রন্থেই গ্রন্থকারের নাম এবং রচনা এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো ভূমিকা ঘোষণা করেননি বরং হেলেনিকা ও অ্যানাবাসিস কে আশ্চর্যজনকভাবে সায়রাকিউজের থেমিস্ট্রোজেনেসের রচনা বলে উল্লেখ করেন এবং নিজেকে সাইরাস এর সাহায্যকারী সেনাবাহিনীর একজন সেনাপতি হিসেবেই পরিচয় দেন ।

জেনোফন মূল যুদ্ধের পূর্বেই মেন্টিনায় তার পুত্র গ্রিল্লাস নিহত হন একথা জানতে পারেন । তৎকালীন এথেন্সের প্রশিদ্ধ লেখকরা তাদের রচনায় গ্রিল্লাস কে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেও নিহতদের সম্পর্কে জেনোফোন বলেছিলেন এদের মধ্যে বহু ভালো লোক মারা গিয়েছিলেন । জেনোফোন এমনকি তাঁর পুত্রের বীরত্ব সম্পর্কেও ব্যক্তিগত বাক-সংযম এর পরিচয় দেন , যা সাংবাদিক সুলভ নির্মোহ দৃষ্টি ভঙ্গির নিদর্শন বহন করে।

Greek Historian

:: Historian Xenophon – An Assessment::

হেরোডোটাসের ন্যায় অতীতের ঘটনাবলীর স্মৃতি সংরক্ষন করে ইতিহাস রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহাসিক জেনোফোনের । জেনোফোন হেরোডোটাসের মতোই ভ্রমণ লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। হেরোডোটাসের রচনা স্বদেশপ্রেম মূলক এবং তার রচনায় দেবতা এবং কিংবদন্তির ভূমিকা অত্যন্ত বেশি ছিল । হেরোডোটাস নিজে কথক এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। তাঁর রচনার অনেক বিস্তৃততর বিষয়কে স্পর্শ করে এবং অনেক বেশি নাটকীয় । গল্প কথন এর মাধ্যমে জনরঞ্জন তার লক্ষ্য ছিল ।

থুকিডিডিস দৈবশক্তি ও অতিলৌকিকতাকে বর্জন করেন । যদিও হেরোডোটাসের মতোই তিনিও সমসাময়িক সামরিক ঘটনাবলীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন । থুকিডিডিসের দৃষ্টি অধিক নিবন্ধ ছিল Objectivity – র দিকে । তাঁর রচনায় অনেক বিজ্ঞানসম্মত এবং পক্ষপাতহীন । জেনোফোন এর মূল রচনা গুলি ছিল – 'Hellenica' , 'Anabasis' ও 'Sairopidiya' . এছাড়াও ছিল 'Memorabilia' , 'Life of Agesilaus' এবং অন্যান্য কিছু রচনা ।

জেনোফোনের প্রতিটি রচনার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল জীবন । জেনোফোনের বর্ণনা শুধুমাত্র নিজের জীবন বৃত্তান্ত ছিল না । তিনি চেয়েছিলেন অন্যের জীবনের উপর আলোকপাত করতে । এই কারণে আশ্চর্যজনক ভাবে এনাবাসিস এর রচয়িতা হিসেবে তিনি নিজের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি এবং নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন সাইরাসের সাহায্যকারী সেনাবাহিনীর একজন সেনাপতি হিসেবে । পারসিক সাম্রাজ্য সংক্রান্ত বিবরণ , পেলোপনেসীয় যুদ্ধের শেষ পর্যায়ের বর্ণনা এবং অন্য তিনটি রচনায় উঠে আসে সাইরাস এজেসিলাস ও সক্রেটিস মুখের কথা । জেনোফোন যেসকল মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছেন , শ্রদ্ধা করেছেন তাদের তার বিবরণে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দিতে কার্পণ্যতাবোধ করেননি । সক্রেটিসের প্রতি শ্রদ্ধা যেমন তাঁর রচনায় ফুটে ওঠে তেমনি মানুষ এবং সেনাপতি হিসেবে তিনি সাইরাসের ভূয়সী প্রশংসা করতে দ্বিধা করেননি ।

Peter.J.Rahan মন্তব্য করেছেন যে প্রাথমিক পর্বে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে জেনোফোন থুকিডিডিস এর রচনা শৈলী অনুসরণ করেন । কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তার নিজস্ব রচনাশৈলীর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । তার কথায় – " Xenophon picked up Thucydides let off , he later took his own writings in a new direction , putting his own notch in historical writing. Adding to this the manner in which Xenopone

decided subject matter , and how how to present it is is critical in understanding his brought path to biographical and philosophical writing".

হেলেনিকা গ্রন্থের প্রথম অংশে থুকিডিডিস এর অনুকরণে শীত গ্রীষ্ম ঋতুর উল্লেখ দ্বারা ঐতিহাসিক তারিখ নিরূপণ পদ্ধতি অনুসত হয়েছে । গ্রন্থটি থুকিডিডিস এর ইতিহাস কে 411 থেকে 404 খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন । থুকিডিডিস রচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাইলেও তিনি ঘটনার মাঝখান থেকে শুরু করতে চাননি । তাই কাল নিরূপনের ক্ষেত্রে অল্প কিছুদিন পরেই এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি থুকিডিডিসের বর্ণনা থেকে কিছুটা লাফ দিয়ে সামনে থেকে শুরু করেছেন । প্রথম অংশের বর্ণনা গুলিতে জেনোফোনের লক্ষ্য ছিল একটি যুদ্ধের বর্ণনা কে সমাপ্ত করা মাত্র ; থুকিডিডিস কে অনুসরণ করা অথবা তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নয় ।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় অংশে ঐতিহ্যগত গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুর উল্লেখের দ্বারা তারিখ নিরূপন পদ্ধতি তিনি বর্জন করেছেন । এই অংশে সামরিক ঘটনাবলীর ইতিহাসকে অতিক্রম করে তিনি গ্রিসের সাধারণ ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন । তিনি সবশেষে আশা প্রকাশ করেছেন – তাঁর রচনায় একটি ধারাবাহিক বর্ণনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে । তিনি লিখেছেন আমি এখানে আমার বর্ণনা শেষ করছি । সম্ভবত কোনো একজন এইসব ঘটনাবলীর পরবর্তী ঘটনাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে উঠবে । যদিও তাঁর রচনায় ধারাবাহিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং ইতিহাস যেন গন্তব্য বিহীন হয়ে ওঠে ।

জেনোফন যে ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন সে বিষয়ে বিস্তারিত এবং খুঁটিনাটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন তথ্য সম্পর্কে তার একটি আংশিক ব্যক্তিগত মতামত ছিল । Rahan এর মতে – 'Outside the generally accepted of historical material' . এগুলি সম্পর্কে তিনি পূর্বসূরীদের পথই অনুসরণ করেন অন্তত গোড়ার দিকে । জেনোফন যেসব ঘটনা বর্ণনা করেছেন সেগুলি তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । কখনো কখনো তিনি অন্যের প্রতিবেদন এর উপরেও নির্ভর করেছেন এবং যে সংবাদ তিনি পেয়েছেন তার উপর ভিত্তি করেই স্মৃতিকথার আকারে গ্রিসের ইতিহাস লিখেছেন । তথ্যের বিশ্বস্ততা এবং আকর উপাদানসমূহ থেকে যত্নসহকারে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি খুব কম সময় ব্যয় করেছিলেন ।

জেনোফোনের মনে হয়েছিল দুঃসাহসিক অভিযান , বিপদজনক দিক , কৌশল ইতিহাস রচনা আর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত । তিনি বৃহত্তর শক্তিশালী নগররাষ্ট্রের একে অপরের উপর আধিপত্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষার বিষয়টিতে গুরুত্ব দেন । পরবর্তীকালে তিনি এই ধারা থেকে সরে আসেন এবং ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের উপর মনোনিবেশ করেন । এক্ষেত্রে হেরোডোটাস ও

থুকিডিডিসের পদ্ধতির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেও তিনি ইতিহাস রচনার প্রণালীতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সংযোজিত করেন ।

গ্রিক ইতিহাসবিদগণ ইতিহাস রচনার পদ্ধতি , অগ্রগতি ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন । Earnest Breisach হেরোডোটাসকে গ্রিক গৌরব ও বিজয়গাথা ইতিহাসবিদ বলে চিহ্নিত করেছেন । থুকিডিডিস কে চিহ্নিত করেছেন গ্রীকদের আত্ম সংহার পর্বের ঐতিহাসিক হিসেবে । ঈদের রচনায় সমসাময়িক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের অগ্রগতি এবং ভাঙ্গা-গড়ার চিত্র ফুটে ওঠে । জেনোফোন এ থেকে বেরিয়ে ইতিহাস সম্পর্কে একটি বোধমূলক এবং দার্শনিক মতামত তুলে ধরেন । দেবতা ও মিথের প্রভাব জনমনে হ্রাস পেলে জীবনের গতি ময়তার উপর তিনি নজর দিয়ে ইতিহাস রচনায় এক নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেন । এ সম্পর্কে Breisach বলেন যে - " Herodotus was the father of history , Thucydides the father of military or scientific history and Xenophon the father of biographycal and philosophical history ".

জেনোফোনের ইতিহাস রচনার পদ্ধতি বিশ্লেষণ থেকে সহজেই প্রতিভাত হয় তিনি থুকিডিডিস ও হেরোডোটাসের মতোই সমসাময়িক গ্রিসের ইতিহাস রচনা করেছেন । তার ইতিহাস এক বিস্তৃততর সময়কালকে স্পর্শ করে । ঐতিহাসিকসুলভ নিরপেক্ষতা নির্মোহতার ক্ষেত্রেও জেনোফোনের অবদান জ্ঞাতব্য । স্পার্টার প্রতি কখনো তিনি পক্ষপাত দুষ্ট , আবার কখনো স্পার্টার কঠোর সমালোচক । জেনোফোন ছিলেন একজন নিঃসঙ্গ লেখক ও একজন আত্মলোপী ঐতিহাসিক ।

ইতিহাসের মূল্য এবং প্রকৃতি বলতে জেনোফোন কি ধারণা পোষণ করতেন সে সম্পর্কে তিনি কোনো পরিকল্পনা প্রকাশ করেননি । গ্রিসের ইতিহাসের এক বিভ্রান্তিকর কালপর্বের ইতিহাস জেনোফোন লিপিবদ্ধ করেন । তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর সমসাময়িক গ্রীসের উপর এক ব্যাপক ইতিহাস রচনা করেন । জেনোফোন সামরিক শৃংখলার একনিষ্ঠ সমর্থক ও রক্ষণশীল ঐতিহ্যবাহী ধর্মের অনুরাগী , পরিমিতভাবে বুদ্ধিমান কিন্তু প্রগাঢ় চিন্তাশীল নন ।

কিছু ক্ষেত্রে প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসারী হলেও অনেক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মুক্তচিন্তার দিশারী । তার সহজ-সরল গ্রাম্য রচনাশৈলী সম্ভবত গ্রিসের সাধারণ ইতিহাসসহ সাহিত্যে এক নতুন উপকরণ সৃষ্টি করে । বহু সুদীর্ঘ বক্তিতা নাটক এবং ব্যক্তিত্বদের তিনি চিত্রানুগ ভাবে নবরূপ দান করেন । তিনি যেমন ভেবেছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন , সেই ভাবেই লিখেছিলেন । কখনো খ্যাতির আলোতে আসার চেষ্টা করেননি । অধ্যাপক বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভাষায় - " The way we want to see him, he is much more than that and his classification is not an easy task at all".